# সালফে সালেহীনের মানহাজ

## এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য এর প্রয়োজনীয়তা

শায়খ ড. সালিহ ইবন্ ফাওযান আল ফাওযান

# সালফে সালেহীনের মানহাজ
## এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য এর প্রয়োজনীয়তা

মূল : **শায়খ ড. সালিহ ইবন্ ফাওযান আল ফাওযান**
**এন, এম, জুবায়ের বিন মোঃ ইসমাঈল**

সম্পাদনায় : **শায়খ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী**

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রচ্ছদ : গ্রাফিকসেন্স
কৃতজ্ঞতায় : মীর আনাস হোসাইন

প্রকাশনায় : **দারুল কারার পাবলিকেশন্স**
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট, ২য় তলা, দোকান-৫৯,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : 01575-1111-70, 01720-935542
ইমেইল : darulqarar19@gmail.com
গ্রন্থস্বত্ব ও পরিবেশনা : সোসাইটি ফর ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ (SIER)
ইমেইল : societyforIER@gmail.com মোবাইল : 0162-0000745

মূল্য ৫০ টাকা মাত্র

SALAFE SALEHINER MANHAJ EBONG MUSLIM UMMAHOR JONNO ER PROYOJONIYOTA by N.M. Zobair Bin Md. Ismail.
Published by Darul Qarar Publications, Shop-59, Madrasa Market, 1st floor, Banglabazar, Dhaka-1100, darulqarar19@gmail.com, FB : DarulQararBD

# সূচি


সম্পাদকের কথা ..... ৬

অনুবাদকের কথা ..... ৮

লেখক পরিচিতি ..... ১০

ভূমিকা ..... ১১

সালফে সালেহীন বা পূর্বসূরী কারা? ..... ১৩

জ্ঞান দিয়ে সালাফদের মানহাজ অনুসরণের গুরুত্ব ..... ১৮

মুসলিম জাতির প্রতি রসূল ﷺ-এর উপদেশ ..... ২২

সালাফদের পথ ভিন্ন অন্য পথে না যেতে সতর্কীকরণ ..... ২৯

উপসংহার ..... ৩৬

পরিবেশকের প্রকাশিতব্য বইসমূহ ..... ৩৮

প্রকাশকের বইসমূহ ..... ৩৯

# সম্পাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهٗ

সমস্ত প্রশংসা আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি জীবন-মরণের একমাত্র মালিক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর স্বহাবায়ে কেরাম, তাঁর বংশধর ও তাঁর একনিষ্ঠ সৎকর্মশীল অনুসারীদের ওপর।

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবকে অযথা সৃষ্টি করেননি এবং তাদেরকে দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে দেননি; বরং তিনি তাদের ওপর এক মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যে দায়িত্ব পেশ করা হয়েছিল আসমান-যমীনের কাছে। কিন্তু আসমান-যমীন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। অথচ মানুষ অত্যন্ত দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। অধিকাংশ মানুষই এ মহান দায়িত্ব পালন না করে, গাফেল হয়ে জীবন যাপন করছে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে তাদের অবস্থান, চিরস্থায়ী আখিরাতের দিকে দ্রুত প্রস্থান ও আমল-ইবাদতে বিশুদ্ধ পদ্ধতির প্রতি তাদের কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই।

সালফে সালেহীনের মাযহাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা একজন মু'মিনের জীবনে প্রতিফলিত হবে তার আচার-আচরণে, ইবাদত-আখলাকে, মুআমালাতে ও সর্বোপরি সকল বিষয়ে। কিন্তু আমাদের উপমহাদেশের

মানুষ মানহাজের বিষয়ে অধিকাংশই উদাসীন। অথচ আরব দেশের মুসলিম এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন।

মানহাজ-এর বিষয়বস্তু তাওহীদ ও আক্বীদার বিষয়বস্তুর চেয়ে অনেক বড় এবং ব্যাপক। মুসলিমদের ৭২ ভাগে বিভক্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো সঠিক মানহাজ থেকে দূরে থাকা।

উক্ত বইয়ে সৌদি আরবের বিখ্যাত আলেম আল্লামা শায়খ সালিহ ইবন্ ফাওযান আল-ফাওযান (হাফি.) এক বক্তৃতায় সঠিকভাবে মানহাজের ধারণা তুলে ধরেছেন। যার ফসল এ বইটি। আমি এ বইটি সম্পাদনা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মরে করছি। বইটির অনুবাদক, প্রকাশকসহ যারা আর্থিক ও সঠিকভাবে সাহায্য করেছেন আল্লাহ তাদের সকলকে পরিপূর্ণ কল্যাণ দান করুন। পাঠকদের অনুরোধ করবো বইটি যেন বেশি বেশি পাঠ, প্রচার ও প্রসার করে সমাজে মানহাজের সঠিক ধারণাটি উপলব্ধি করার প্রয়াস পান।

আব্দুল্লাহ শাহেদ
ashahed1975@gmail.com

# অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

সকল প্রশংসা ও গুণগান সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আমাদের সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাঁর পানেই চাই সাহায্য-প্রার্থনা ও ক্ষমা ভিক্ষা। যাকে তিনি পথ দেখান সে কখনও পথ হারায় না আর যাকে তিনি পথহারা করেন, সে কখনও পথ পায় না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই, রসূল মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর প্রিয় বান্দা ও প্রেরিত দূত। অফুরান শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর ওপর এবং তাঁর স্বহাবা ও পরিবারবর্গের ওপর।

মানহাজ ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার মাধ্যমে স্বহাবায়ে কেরাম একতাবদ্ধভাবে জীবন পরিচালিত করতেন। মানহাজ অর্থ পদ্ধতি (methodology)। আর সালফে সালেহীনের মানহাজ বলতে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে, ঈমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়ে বা জ্ঞান ও আমলসহ ইসলামের সকল বিষয়কে বুঝানো হয়, যা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সুনির্দিষ্ট বুঝ (understanding) যা সালাফদের বুঝ তথা স্বহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের বুঝ থেকে নেওয়া হয়েছে। মানহাজ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা একজন মুসলিমের জীবনে প্রতিফলিত হয় আচরণে (সুলুকে), আচার-ব্যবহারে (আখলাকে), লেনদেনে (মুআমালাতে) ও ইবাদতসহ যাবতীয় বিষয়ে।

সালফে সালেহীন এই মানহাজ ধরে রাখতেন আক্বীদার ক্ষেত্রে, আল্লাহর দিকে দাওয়াত বা তাবলীগের ক্ষেত্রে, সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে, জনগণের মাঝে বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি জীবনের সকল বিষয়ে।

আরব বিশ্বের প্রথিতযশা আলেম শায়খ আল্লামা ড. সালিহ ইবন্ ফাওযান আল-ফাওযানের মানহাজ বিষয়ক একটি বক্তব্য অনুবাদ করতে পেরে আমরা আনন্দিত যে, কিছুটা হলেও সমাজের মধ্যে মানহাজের ধারণাটি তুলে ধরতে আমাদের প্রচেষ্টা কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ। এ বক্তব্যটি ইংরেজিতে প্রকাশিত Muwahhideen Publications, Trinidad & Tabago হতে অনুবাদ করা হয়েছে।

বইটির সম্পাদক প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী (হাফেজাহুল্লাহকে) অনেক অনেক মোবারকবাদ যে, তিনি অত্যন্ত দ্রুততম সময়ে শত ব্যস্ততার মাঝেও বইটি সম্পাদনা করে দিয়ে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বিশেষভাবে আর্থিক ও সার্বিক সকল বিষয়ে আমার প্রিয় বন্ধু ড. মুহাম্মাদ নুরুল হাসান (উল্লাস)-কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সুচিন্তিত পরামর্শ দেওয়ার জন্য। ছোট ভাই মীর আনাস হোসাইনকেও ধন্যবাদ অনুবাদে সহযোগিতা করার জন্য। দারুল কারার পাবলিকেশন্সের আল-আমীন ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বইটি সুন্দরভাবে প্রকাশে সহযোগিতা করার জন্য। আল্লাহ বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রম এবং আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করে নিন। আমীন!

আবু আব্দুল্লাহ এন, এম, জোবায়ের
মোবাইল : 0162 0000745
ই-মেইল : zobairusa@gmail.com

# লেখক পরিচিতি

ড. সালিহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান ১৯৩৩ সালে সৌদি আরবের শামাসিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শায়খ হামুদ ইবনু সুলাইমান আত-তালাল থেকে কুরআন শিখেন। তিনি রিয়াদে অবস্থিত ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬০ সালে শরীয়া বিভাগে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। অতঃপর একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলামী ফিকহ্-এর ওপর মাস্টার্স ও ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি রিয়াদে অবস্থিত শিক্ষা ইনস্টিটিউট-এর শিক্ষক ছিলেন। অতঃপর সুপ্রীম কোর্ট-এর প্রধান বিচারপতি ছিলেন। পরে তিনি সৌদি আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন এবং এখনও তিনি ঐ কমিটির সদস্য হিসেবে নিযুক্ত আছেন।

তিনি বর্তমানে আল-মালযারে প্রিন্স মুতিব ইবনে আবদুল আযীয মসজিদের ইমাম, খতিব ও শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত আছেন। তিনি মক্কাতে অবস্থিত আর-রাবিতার সদস্য এবং "কাউন্সিল অব সিনিয়র স্কলার"-এর সদস্য।

তিনি সৌদি আরবের প্রখ্যাত আলেম ও সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায ﷺসহ অনেক সিনিয়র শায়খ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি আল-আজহার ইউনিভার্সিটি (মিসর) থেকেও বিভিন্ন শায়খের অধীনে হাদীস, তাফসীর ও আরবী ভাষার ওপর বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বর্তমানে আল্লাহর দাঈ এবং শিক্ষকতা, ফতোয়া প্রদান, খুতবা ও দলীল খণ্ডনসহ বিভিন্ন কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

তার লিখিত বই ও পুস্তিকার সংখ্যা অনেক। এছাড়াও ইউটিউবে তার প্রচুর বক্তৃতা পাওয়া যায়।

# ভূমিকা

মানহাজ (اَلْمَنْهَجُ) বলতে গ্রহণ করা, বিশ্লেষণ করা এবং জ্ঞান প্রয়োগ করার পদ্ধতি বা তরীকাকে বুঝানো হয়। কেউ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক বুঝ-এর ওপর থাকে, বুঝতে হবে সে সঠিক মানহাজের ওপর আছে। কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক মানহাজ বা বুঝ বলতে সত্যনিষ্ঠ পূর্বসূরী তথা সালাফ বা স্বহাবায়ে কেরামের বুঝকে বুঝানো হয়। এটা হল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সুনির্দিষ্ট বুঝ যা সালাফদের বুঝ থেকে নেয়া হয়েছে, দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে বা ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে বা জ্ঞান ও আমলের বিভিন্ন বিষয়ে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۖ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾

**আর তোমার কাছে যে সত্য বিধান এসেছে তা ছেড়ে দিয়ে তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না। আমি তোমাদের প্রত্যেক (সম্প্রদায়)-এর জন্য একটি নির্দিষ্ট শরীয়ত ও একটি নির্দিষ্ট কর্মপন্থা (মানহাজ) নির্ধারণ করেছি।**[১]

মানহাজ-এর ধারণা বড় ও ব্যাপক। তাই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা ঐ পথ বা মানহাজকে ধরে রাখব যা কুরআন ও সুন্নাহ হতে সালাফদের বুঝ অনুযায়ী গৃহীত। ঐ পদ্ধতি থেকে সূক্ষ্ম ভুলের কারণে ধীরে ধীরে বিদআত ও পথভ্রষ্টতা জন্ম লাভ করতে পারে।

---

১. সূরা মায়েদাহ ৫ : ৪৮

শায়খ সালিহ আল ফাওযান ﷾ বলেন, মানহাজ আক্বীদা নিয়েই গঠিত; কিন্তু আক্বীদা থেকে ব্যাপক, যা একজন মুসলমানের জীবনে প্রতিফলিত হয় আচরণে (সুলূকে), আচার-ব্যবহারে (আখলাকে) এবং লেনদেনে (মুআমালাতে)। আর আক্বীদা হল ঈমানের প্রধান ভিত্তি যা শাহাদাতাইন তথা (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রসূল) নিয়ে গঠিত।

মানহাজ-এর বিষয়বস্তু তাওহীদ ও আক্বীদার বিষয়বস্তুর চেয়ে অনেক ব্যাপক। আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ বুঝার ক্ষেত্রে, শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেমন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নির্দিষ্ট মানহাজ রয়েছে তেমনি আক্বীদার ক্ষেত্রে, ফিক্‌হ (গভীর জ্ঞান)-এর ক্ষেত্রে, বিদআতীদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে, পথভ্রষ্টতার যুক্তি খণ্ডন ও সতর্কতার ক্ষেত্রে, সমাজ সংস্করণে, শাসকদেরকে সংশোধন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট মানহাজ রয়েছে।

শায়খ সালিহ আল ফাওযান ﷾ বলেন, মুসলমানদের বিভক্তির অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তার অন্যতম হল : সালাফদের মানহাজের বিরোধিতা করা অর্থাৎ স্বহাবায়ে কেরাম এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছিলেন, তাদের মানহাজের বিরোধিতা করা। তাই সালাফদের একটা মানহাজ ছিল যা তারা ধরে রাখত। যেমন আক্বীদার ক্ষেত্রে মানহাজ, আল্লাহর দিকে ডাকার ক্ষেত্রে মানহাজ, মন্দ কাজে নিষেধের ক্ষেত্রে মানহাজ, জনগণের মধ্যে বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে মানহাজ ইত্যাদি। এই মানহাজ সর্বক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ-এর ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত সালাফদের বুঝ অনুযায়ী।

আমাদের উক্ত রচনা তথা "সালফে সালিহীনের মানহাজ এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য এর প্রয়োজনীয়তা" একটি বক্তৃতা যা ড. সালিহ ইবনে ফাওযান আল-ফাওযান দিয়েছিলেন ৩ মুহাররম ১৪৩৫ মোতাবেক ৭ নভেম্বর ২০১৩ সালে সৌদি আরবে। আমরা মনে করি, এটা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দারস যার মাধ্যমে মানুষ সঠিক মানহাজ বা পথের সন্ধান পেতে পারে। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

# সালফে সালেহীন বা পূর্বসূরী কারা?

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাওয়া তা'আলার জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার এবং সকল স্বহাবীদের ওপর।

আজকের বক্তৃতাটির আলোচ্য বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা আগে বর্ণিত হয়েছে, **সালফে সালেহীন বা সৎ পূর্বসূরী তথা স্বহাবায়ে কেরামের মানহাজ বা পদ্ধতি এবং উম্মাহর প্রতি একে ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা।**

সালফে সালেহীন বা সৎ পূর্বসূরী বলতে মুসলিম জাতির প্রথম প্রজন্ম (First generation)-কে বুঝায়। তারা হলেন, রসূল ﷺ-এর স্বহাবীগণ যা মুহাজির (যারা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে এসেছেন) এবং আনসার (যারা মদীনায় থেকে মুহাজিরগণকে সাহায্য করেছিলেন) গণের সমন্বয়ে গঠিত। মহিমান্বিত এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুহাজির ও আনসার তথা প্রথম প্রজন্ম সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে বলেন,

﴿وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ
رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٠٠﴾﴾

**মুহাজির (যারা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন) ও আনসারদের (যারা মদীনার অধিবাসী এবং মুহাজিরগণকে সাহায্য করেছিলেন) মধ্যে যারা প্রথম সারির অগ্রগামী (ঈমান আনয়নে) আর যারা তাদেরকে যাবতীয় সৎকর্মে ইহসান বা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই হল মহান সফলতা।**[২]

[আয়াতটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম সারির মুহাজির অর্থাৎ মক্কা থেকে মদীনায় প্রথম হিজরতকারী এবং আনসার অর্থাৎ হিজরতকারী মুহাজিরদের আশ্রয় দানকারী, তাঁদের (মুহাজির ও আনসারদের) যারা খাঁটিভাবে মেনে চলবে তাঁদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁদের চিরস্থায়ী জান্নাতও দিবেন।

তাহলে বুঝা গেল যে, প্রথম সারির মুহাজির ও আনসারগণ যেভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা বুঝেছেন আমাদেরকেও সেভাবে বুঝতে হবে, নিজস্ব পদ্ধতিতে বুঝলে হবে না। কারণ, তাঁদের অনুসরণ করলেই জান্নাতে যাওয়া যাবে। তাঁরাই আমাদের জন্য আদর্শ।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾﴾

**যে ব্যক্তি সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সে পথেই ফিরাব যে পথে সে ফিরে যায়, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব, কত মন্দই না সে আবাস!**[৩]

---

২. সূরা তাওবাহ ৯ : ১০০
৩. সূরা নিসা ৪ : ১১৫

এ আয়াতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সত্যপথ (রসূল প্রদর্শিত পথ) প্রকাশিত হবার পর রসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে অন্য পথ ধরবে, তাঁকে আল্লাহ জাহান্নামে দিবেন। তাহলে আয়াতটিতে উল্লিখিত এই "মু'মিনগণ" কারা? যাঁদের পথ বাদ দিয়ে অন্য পথ ধরলেই আল্লাহ জাহান্নামে দিবেন?

এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছিল তখন মু'মিন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন স্বহাবীগণ। তাই এতে বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, এ মু'মিনগণ হলেন স্বহাবীগণ। অর্থাৎ কেউ যদি স্বহাবীগণের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথ ধরে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দিবেন। তাই স্বহাবীগণ যেভাবে রসূল ﷺ-এর শিক্ষা বুঝেছেন সেভাবেই আমাদেরকে রসূল ﷺ-এর শিক্ষা বুঝতে হবে। স্বহাবীগণ যেভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা বুঝেছেন সেভাবে না বুঝলে তো তাঁদের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরা হবে। অন্যথায় পথভ্রষ্ট হয়ে ভয়াবহ পরিণাম (জাহান্নাম) ভোগ করতে হবে।][৪]

মহামান্বিত আল্লাহ বলেন,

﴿لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ﴾

**(আর এ সম্পদ) সেসব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য যাদেরকে তাদের বাড়ীঘর ও সম্পত্তি-সম্পদ থেকে উৎখাত করা হয়েছে। যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে, আর তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করে। এরাই সত্যবাদী।**[৫]

এ আয়াতটি তাদেরকে নির্দেশ করে যারা মক্কা থেকে হিজরত করেছে। যারা মদীনায় ছিলেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

৪. অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত
৫. সূরা হাশর ৫৯ : ৮

﴿وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۭ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝﴾

(আর এ সম্পদ তাদের জন্যও) যারা মুহাজিরদের আসার আগে থেকেই (মদীনা) নগরীর বাসিন্দা ছিল আর ঈমান গ্রহণ করেছে। তারা তাদেরকে ভালবাসে যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে। মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা পাওয়ার জন্য তারা নিজেদের অন্তরে কোনো কামনা রাখে না, আর তাদেরকে (অর্থাৎ মুহাজিরদেরকে) নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়–নিজেরা যতই অভাবগ্রস্ত হোক না কেন। বস্তুত যাদেরকে হৃদয়ের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে তারাই সফলকাম।[৬]

যারা তাদের (মুহাজির ও আনসারগণ) পরে আসবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ جَاۗءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝﴾

(এ সম্পদ তাদের জন্যও) যারা অগ্রবর্তীদের পরে (ইসলামের ছায়াতলে) এসেছে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আর আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর যারা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রবর্তী হয়েছে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি বড়ই করুণাময়, অতি দয়ালু।'[৭]

৬. সূরা হাশর ৫৯ : ৯
৭. সূরা হাশর ৫৯ : ১০